Phone –(202) 244-0183
Fax : (202) 244-2771/7830
E-mail :bdootwash@bdembassyusa.org
Website : www.bdembassyusa.org

EMBASSY OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
3510 International Drive, NW
Washington, D.C 20008

Press Release

April 17, 2013

Ambassador Qader briefs Congressman Keith Ellison on International Crimes Tribunal (ICT) and GSP issue

Bangladesh Ambassador to the USA Mr. Akramul Qader today met with Congressman Keith Ellison (D-MN5) and briefed him on the constitution of the International Crimes tribunal (ICTBD), its legal premises as well as the current situation of the country. He also updated him on the ongoing GSP case with the USTR and sought his intervention in this regard. Ambassador Qader handed over the Congressman some documents in regards to the ICTBD and a paper related to Bangladesh's submission to the USTR on GSP.

While providing a brief overview on different aspects of the ICTBD including its commitment to fair and transparent trials, Ambassador Qader said that the ICTBD's primary mandate is to bring to justice the local collaborators of Pakistani occupation army during our war of liberation in 1971 for crimes committed against humanity. He added that the mass killings and atrocities orchestrated in 1971 devalued general principles of humanity, particularly because those were carried out in a planned manner on the basis of ethnicity, religion, and race. He mentioned that the present government led by Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina made an electoral pledge to bring to justice the war criminals of 1971, and she received an overwhelming public mandate to try the criminals. He offered a detailed account on the recent verdicts of the ICTBD, the context and justifications of the judgments as well as the unprecedented violence and atrocities by extremist groups against the law enforcing agencies, and minority communities in defiance of the verdicts of the ICTBD . He also shared with the congressman a video on recent atrocities in Fatikchori, Chittagong. While agreeing with the Ambassador on Bangladesh's rights to uphold the fundamental principles of human rights and quest for justice under the ICTBD , the congressman has assured the Ambassador to remain engaged in this matter.

On the US-GSP case with the USTR , the Ambassador stressed that Bangladesh's exclusion from the list of beneficiary nations would bring in a serious market access and image concern for the country. He pointed out that the US-GSP facility does not cover the Readymade Garments export (RMG) to the USA, and Bangladesh, in fact, pay an

exorbitant amount of over USD 700 m as tariff penalty for its 4.87 billion USD worth RMG exports to the US market. As such, American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations' [AFL-CIO] petition against Bangladesh has a serious disconnect. He argued whether it is appropriate to withdraw GSP facility in the pretext of ensuring good working conditions in RMG factories , while such measures will primarily impact export items other than the RMG. The exclusion of US-GSP may impact adversely the brand image of Bangladesh RMG entailing a possible worldwide marketing problem for the item. This will eventually have a damaging consequence on Bangladesh's economic growth and its impressive records in the fields of human development including, among others, education, public health and women-empowerment. In particular, the worst victim would be none other than Bangladesh's millions of poor women employed in the garments industries.

Ambassador Qader also apprised the Congressman of the governmental and industry level measures taken to improve the working conditions, safety measures, and benefit packages of the RMG workers. He assured that Bangladesh is on the right trajectory of improvement in terms of Government's oversight and industry level awareness on maintaining world class labor standards. Given adequate time and enabling environment, Bangladesh aspires to fulfill its commitments to the poor workers in the country as well as to international community, he added.

The Congressman took a serious interest in Ambassador Qader's deliberations and assured to seriously look into the case.

Swapan Kumar Saha, Minister (Press), Phone: 202-244-5071, Fax: 202-244-2771\7830, e-mail: bdoot_pwash @yahoo.com

بسم الله الرحمن الرحيم

Phone –(202) 244-0183
Fax : (202) 244-2771/7830
E-mail :bdootwash@bdembassyusa.org
Website : www.bdembassyusa.org

EMBASSY OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
3510 International Drive, NW
Washington, D.C 20008

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

১৭ এপ্রিল ২০১৩

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুন্যাল এবং জিএসপি বিষয়ে কংগ্রেসম্যান কিথ এলিসনকে
রাষ্ট্রদূত কাদের-এর ব্রীফ

আজ (১৭ এপ্রিল ২০১৩) যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব আকরামুল কাদের কংগ্রেসম্যান কিথ এলিসন-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং কংগ্রেসম্যানকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুন্যাল এর গঠন প্রক্রিয়া,এর আইনগত ভিত্তি এবং দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেন। তিনি ইউএসটিআরএ উত্থাপিত বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা বাতিল সংক্রান্ত পিটিশন সম্পর্কেও তার সাথে আলোচনা করেন এবং এ বিষয়ে তার যথাযথ হস্তক্ষেপ কামনা করেন। রাষ্ট্রদূত কাদের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুন্যাল সম্পর্কিত বেশ কিছু ডকুমেন্ট এবং ইউএসটিআরএ বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা অব্যাহত রাখার স্বপক্ষে প্রস্তুতকৃত একটি পেপার কংগ্রেসম্যানকে প্রদান করেন।

রাষ্ট্রদূত কাদের বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষতার উপর ভিত্তি করে এর বিচার কার্য পরিচালনা করছে। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে, যে সকল ব্যক্তি পাকিস্তানী বাহিনীর সহায়তায় মানবতা বিরোধী অপরাধ সংঘটন করেছে, তাদেরকে আইনের আওতায় এনে বিচার প্রক্রিয়া সম্পাদন করা। তিনি বলেন, ১৯৭১ সালে যে গণহত্যা এবং নৃশংসতা সংঘটিত হয়েছে তা নি:সন্দেহে সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত মানবতাবিরোধী অপরাধ। এ গণহত্যার লক্ষ্য ছিল জাতীয়তা ও ধর্মের উপর ভিত্তি করে একটি সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করা। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের একটি অন্যতম প্রধান নির্বাচনী অংগীকার হচ্ছে, ১৯৭১ সালের মানবতা বিরোধী অপরাধীদের আইনের আওতায় আনা। দেশের জনগণের কাছ থেকে তিনি এ কাজ সম্পাদনের জন্য একটি বিশাল ম্যান্ডেট পেয়েছেন। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের সাম্প্রতিক রায় এবং উক্ত রায়সমূহের প্রাসঙ্গিকতা ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে তিনি কংগ্রেসম্যানকে ধারনা দেন। মানবতা বিরোধী অপরাধীদের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণার পর আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর কতিপয় উগ্রবাদী গোষ্ঠীর নৃশংস আক্রমন সম্পর্কেও তিনি কংগ্রেসম্যানকে অবহিত করেন। তিনি চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে সংঘটিত সাম্প্রতিক নৃশংস ঘটনার একটি ভিডিওচিত্র কংগ্রেসম্যানকে প্রদর্শন করেন। কংগ্রেসম্যান বলেন, মানবাধিকার রক্ষা এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের মাধ্যমে মানবতাবিরোধী অপরাধের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনার অধিকার বাংলাদেশের রয়েছে। তিনি বলেন, এ বিষয়টির অগ্রগতির দিকে তিনি দৃষ্টি রাখবেন।

- চলমান পাতা -২

বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা বাতিল সংক্রান্ত ইউএসটিআরে উত্থাপিত পিটিশন সম্পর্কে রাষ্ট্রদূত কাদের বলেন, জিএসপি সুবিধা বাতিল করা হলে মার্কিন বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের প্রবেশ বাধাগ্রস্ত হবে এবং সেইসাথে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের পোশাক শিল্প মার্কিন জিএসপি সুবিধার আওতাভুক্ত নয়। মূলত: মার্কিন বাজারে ৪.৮৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের পোশাক শিল্প রপ্তানীর জন্য বাংলাদেশ ৭০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অধিক শুল্ক প্রদান করে। কাজেই American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations' [AFL-CIO]- এর পিটিশনের যৌক্তিকতা প্রশ্নবিদ্ধ। এফএলসিআইও-এর পিটিশনের পেছনে যুক্তি হচ্ছে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প কারখানায় শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ উন্নয়ন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে মার্কিন বাজারে জিএসপি সুবিধার সাথে পোশাক শিল্প রপ্তানীর সরাসরি তেমন কোন সম্পৃক্ততা নেই। জিএসপি সুবিধা বাতিল করা হলে পোশাক শিল্পের রপ্তানীর উপর আরোপিত শুল্কের তেমন কোন তারতম্য হবে না। বরং পোশাক শিল্প ব্যতিরেকে অন্যান্য রপ্তানী পণ্যের উপর শুল্ক আরোপিত হওয়ায় মার্কিন বাজারে সে সকল পন্যের প্রবেশ বাধাগ্রস্ত হবে। তবে একথা সত্য যে, ইউএসজিএসপি প্রত্যাহার করা হলে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের ব্র্যান্ড ইমেজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশী পোশাক শিল্পের বাজারজাতকরণে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হবে। দীর্ঘ মেয়াদে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে। ফলশ্রুতিতে, মানব সম্পদ উন্নয়নে বিশেষ করে শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়নে ইতোমধ্যে বাংলাদেশে যে অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে তা ধরে রাখা সম্ভব হবে না। সর্বাধিক ক্ষতির স্বীকার হবে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে নিয়োজিত প্রায় ২০ লক্ষাধিক নারী শ্রমিক। কাজেই জিএসপি বাতিলের মাধ্যমে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের ভাগ্যেন্নোয়নের কোন সুযোগ নেই।

রাষ্ট্রদূত কাদের শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ উন্নয়ন, নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং বেতন ও আনুষংগিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, সরকারী নজরদারী ও সাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশ পোশাক শিল্পে আন্তর্জাতিক মান অর্জনে সঠিক পথে পরিচালিত হচ্ছে। প্রয়োজনীয় সময় ও আন্তর্জাতিক সহায়তা পেলে বাংলাদেশ অচিরেই দেশের পোশাক শ্রমিকদের জীবন মান উন্নয়নে এবং পোশাক শিল্পকে আন্তর্জাতিক মানদন্ডে উন্নীত করতে সক্ষম হবে।

কংগ্রেসম্যান জিএসপি বিষয়ে রাষ্ট্রদূত কাদেরের যৌক্তিক উপস্থাপনার প্রশংসা করেন এবং এ বিষয়ে যথাযথ সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেন।

Swapan Kumar Saha, Minister (Press), Phone: 202-244-5071, Fax: 202-244-2771\7830, e-mail: bdoot_pwash @yahoo.com